নাম: মো: জুবায়ের আহমেদ

জন্ম তারিখ: ৪ মে, ২০০৩

শহীদ হওয়ার তারিখ: ২০ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: ছাত্র, গৌরীপুর ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট
শাহাদাতের স্থান : ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

শহীদের জীবনী

শহীদ জুবায়ের আহমেদ গৌরীপুর ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ছিলেন।জন্ম একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে।পিতা একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।

শহীদ জুবায়ের মিথ্যা-অন্যায়ের সাথে কখনো আপোস করতেন না।তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতোই জুবায়েরও ছিল সবার প্রিয়।বন্ধুবান্ধব এবং সহপাঠীদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল।তার অন্যতম সুন্দর দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল দায়িত্ববোধ ও সাহসিকতা।

২০ জুলাই ২০২৪ ছিল জুবায়েরের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর একটি।সেদিন জুবায়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন।জুবায়ের আহমেদ ছিলেন প্রতিবাদী সাহসী তরুণ।রাষ্ট্রীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও দেরি করেনি।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিচল অবস্থান তাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়।পরিবারের কাউকে না জানিয়ে কোনো দ্বিধা ছাড়াই ২০ জুলাই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং কলতাপাড়ায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ দেয়।তার মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করা এবং অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করা।তার মতো যুবকদের জন্য এই আন্দোলন ছিল সত্যপথে নিজেকে প্রমাণ করার নতুন সুযোগ।

ঘটনার বিবরণ

গত ২০ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শহীদ জুবায়ের আহমেদ।সেদিন কলতাপাড়ায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মিছিলে ঘাতক পুলিশ নির্মমভাবে গুলি চালায়।দুপুর ১২টার দিকে মিছিলে অংশগ্রহণের সময় জুবায়েরের একটি গুলি লাগে।গুলিটি তার পেটের ডান পাশ দিয়ে প্রবেশ করে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।সহপাঠীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।অবশেষে সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে জুবায়ের আহমেদ শাহাদাত বরণ করেন।

একজন সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে গৌরবময় শহীদি মিছিলে নিজের নাম লেখান জুবায়ের আহমেদ।তার মৃত্যুতে গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণ তার এই আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিয়ে তার জন্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দাবি করে।জুবায়েরের এই নৃশংস হত্যার পরে গ্রামের সর্বস্তরের জনগণের দাবি ছিল তার হত্যার বিচার।অন্যায়ভাবে গুলি চালিয়ে একজন তরুণের প্রাণ নেওয়া কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।এই নৃশংস ঘটনার সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানায় এলাকাবাসী।জুবায়ের শহীদ হবার পর তার সহপাঠীরা এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়েছিল।

শহীদ জুবায়ের আহমেদ তার ত্যাগ ও সাহসীকতায় সকল তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে রইলেন।

শহীদের চাচা বলেন, “সে অতন্ত ভদ্র ও শান্ত ছেলে ছিল।ঝগড়া-বিবাদে ছিল না।আন্দোলনে সে একজন নিয়মিত সক্রিয় সদস্য ছিল।মিছিলে প্রথম সারিতে থাকা অব□’ায় গায়ে গুলি লাগে।’

শহীদের পিতা বলেন, “স্বভাবগতভাবে ও খুবই ভালো ছেলে ছিল।বন্ধুদের সাথেও ছিল তার ভালো সম্পর্ক ।অত্যন্ত প্রখর স্মৃতি সম্পন্ন ছিল ছেলে আমার।’

এক নজরে শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম : জুবায়ের আহমেদ
জন্ম তারিখ : ০৪-০৫-২০০৩
জন্মস্থান : পুর্ব কাউরাইট
পেশা : ছাত্র
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : গৌরীপুর ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট
আহত হবার স্থান : কলতাপাড়া, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
শহীদ হবার স্থান : ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
আঘাতের ধরন : বুকে গুলিবিদ্ধ
আক্রমণকারী : পুলিশ
আহত হবার তারিখ ও সময় : ২০ জুলাই, ২০২৪, দুপুর ১২টা
শহীদ হবার তারিখ ও সময় : ২০ জুলাই, ২০২৪, দুপুর ১টা ৩০ মিনিট
শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ) : কাউরহাট, ১নং মইলাকান্দা, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ-৯০.৫৮১৫,২৪.৮০২০২
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: পুর্ব কাউরাইট, ইউনিয়ন: কাউরাইট, থানা: গৌরীপুর, জেলা: ময়মনসিংহ
পরিবারসংক্রান্ত তথ্য
পিতা : মো: আনোয়ার উদ্দিন

পিতার পেশা ও বয়স : শিক্ষক (অবসর প্রাপ্ত) (৬৭)
মাতা : মোসা: নূরজাহান
মাতার পেশা : গৃহিণী
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ৪ জন
পরিবারের অন্যান্য সদস্য
ভাই : মো: ওমর ফারুক
বয়স ও পেশা : ৪৫ জন, চাকরিজীবী
বোন : মোছাম্মত ফাতেমা
বয়স ও পেশা : ৩২ বছর, বিবাহিত বোন
পরামর্শ ১. অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজন নেই তবে শহীদের বাবা-মায়ের খোঁজখবর রাখা যেতে পারে